সমকাল

তারিখ 11 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

রোববার নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত ■ সমকাল

দুই মাস পর বিদ্যালয়ে শিক্ষক শ্যামল কান্তি

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ধর্মীয় অবমাননার নামে লাঞ্ছনার শিকার নারায়ণগঞ্জের বন্দরের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত প্রায় দুই মাস পর কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে পুলিশ পাহারায় তিনি স্কুলে যোগ দেন। তবে যে শিক্ষার্থী মারধরকে কেন্দ্র করে শ্যামল কান্তি লাঞ্ছনার শিকার হন; গতকাল স্কুলে যোগ দেওয়ার আগেই সেই রিফাতকে তার মা নিরাপত্তার অজুহাতে স্কুল থেকে নিয়ে যান। এ ছাড়া প্রধান শিক্ষক যোগদানের খবরে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ স্কুলে বিক্ষোভ মিছিলের চেষ্টা করে।

জানা যায়, গতকাল সকাল ৯টায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর খানপুর মোকরবা রোডের ভাড়া বাসা থেকে সদর মডেল থানা পুলিশের একটি দল কড়া নিরাপত্তায় শ্যামল কান্তিকে নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

দুই মাস পর বিদ্যালয়ে শিক্ষক

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

রওনা হয়। পরে তাকে বন্দর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই দলটিই শিক্ষককে পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেয়। শ্যামল কান্তি ভক্ত স্কুলে এসে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ক্লাসে যান। সেখানে তিনি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় অন্য শিক্ষকরা তাকে স্বাগত জানান। এ সময় বন্দর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী হাবীব, বন্দর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আ ক ম নুরুল আমিন ও বন্দর থানার ওসি আবুল কালাম উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে শ্যামল কান্তি স্কুল থেকে আবারও পুলিশ পাহারায় জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার দপ্তরে যান।

যোগদানের পর শ্যামল কান্তি ভক্ত সাংবাদিকদের বলেন, 'দীর্ঘদিন পর স্কুলে ফিরতে পেরেছি, এ জন্য আনন্দ লাগছে। স্বাভাবিক নিয়মে আমি কাজ করে যেতে আগ্রহী।' গণমাধ্যমের ভূমিকার কারণে তিনি তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পেয়েছেন বলে গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

স্থানীয় এমপির কাছে টাকা দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা মিডিয়ার কারসাজি। আমি টাকা দাবি করিনি।' স্কুল থেকে রিফাতের চলে যাওয়ার বিষয়ে শ্যামল কান্তি বলেন, 'সে ভুল বুঝেছে।' ওই ছাত্র আবার স্কুলে ফিরে আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে সহপাঠীকে মারধরকারী প্রধান শিক্ষক পুলিশ স্কুলে যোগদান করতে আসছেন– এমন খবর ছাত্রদের কাছে পৌঁছলে তারা বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করে। তবে সকাল থেকেই স্কুলে অবস্থান করা পুলিশ সদস্যরা তাদের নিবৃত করেন। পরে তাদের ক্লাস বর্জনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ সময় শ্যামল কান্তির বিচার দাবি করে এলাকাবাসীর সাঁটানো ব্যানার পোস্টার পুলিশ ছিঁড়ে ফেলে।

সালাউদ্দিন নামের এক অভিভাবক জানান, প্রধান শিক্ষককে পুলিশ পাহারায় স্কুলে নিয়ে আসা ও তাদের অবস্থানের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এতে করে স্কুলটিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কয়েকজন অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আগামী মঙ্গলবার থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রিফাতসহ অন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে বন্দর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আ ক ম নুরুল আমিন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রধান শিক্ষক তার কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।

রিফাতের মা রিনা বেগম তার আশঙ্কার কথা জানিয়ে গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার ছেলেকে মারধর করা শিক্ষক আবার স্কুলে যোগদান করেছে; তাই আমি ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে গেছি। আমি তাকে আর এই স্কুলে পড়াব না। এই স্কুলে থাকলে ওই প্রধান শিক্ষক রিফাতকে মেরে ফেলতে পারে।' পরীক্ষায় অংশ নেওয়া থেকে তার জীবনের মূল্য অনেক বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'রিফাত আমার একমাত্র ছেলে। তার লেখাপড়া ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি সবার সহযোগিতা চাই।'

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান সমকালকে বলেন, 'বর্তমানে স্কুলটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক। ওই ঘটনায় যাতে সুযোগসন্ধানী কোনো পক্ষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।' সবাই যাতে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৩ মে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার কল্যাণদীতে পিয়ার সাত্তার লফিত উচ্চ বিদ্যালয়ে ধর্মের নামে কটূক্তির অভিযোগ এনে প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে শারীরিক নির্যাতন এবং স্থানীয় জাতীয় পার্টির সাংসদ সেলিম ওসমানের নির্দেশে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। ওই ঘটনার ভিডিও চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশে ব্যাপক তোলপাড় হয়। ঘটনার পর সেলিম ওসমানের নির্দেশে স্কুল পরিচালনা কমিটি প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে তার পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় প্রধান শিক্ষককে তার পদে পুনর্বহাল করা হয় এবং স্কুল পরিচালনা কমিটি বাতিল করা হয়।